পাঠ ৬,
অগাস্ট ৮, ২০২৬-এর জন্য

# আধ্যাত্মিক উপহার

"তোমরা প্রেমের অনুধাবন কর,
আবার আত্মিক বর সকলের জন্য
উদ্‌যোগী হও, বিশেষতঃ যেন
ভাববাণী বলিতে পার।"
(১ করিন্থীয় ১৪:১)

এটি স্পষ্ট যে, করিন্থের মণ্ডলী বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত ছিল। তারা প্রচারকদের বিষয়ে; কীভাবে আহার করতে হবে সেই বিষয়ে; বিয়ে করবেন নাকি অবিবাহিত থাকবেন সেই বিষয়ে; এবং কোন আত্মিক বরদানকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করা উচিত—তা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করতেন।

প্রাথমিক সমস্যাগুলোর সমাধান করার পর, পৌল দেখিয়েছেন যে কীভাবে আত্মিক বরদানসমূহ একটি সমস্যা থেকে দূর হয়ে ঐক্যের মাধ্যমে পরিণত হতে পারে (১ করিন্থীয় ১২-১৪)।

কোন উপহার সেরা? কোনোটিই নয়! কেন?

**আধ্যাত্মিক উপহার :**

- অনেক উপহার, একজন দাতা।
- বহু সদস্য, এক দেহ।

**ঐক্যবদ্ধকারী উপাদান :**

- ভালোবাসার শ্রেষ্ঠত্ব ।

**বিশেষ উপহার :**

- পরভাষায় কথা বলার বরদান।
- ভবিষ্যদ্বাণীর উপহার.

# আধ্যাত্মিক উপহার

# অনেক উপহার, একজন দাতা

"অনুহ-দান নানা প্রকার, কিন্তু আত্মা এক;" (১ করিন্থীয় ১২:৪)

## আত্মিক বরদান কে দান করেন? (১ করিন্থীয় ১২:৪-৬)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১ করিন্থীয় ১২:৪ | ভিন্নতা রয়েছে | উপহার | কিন্তু একই | আত্মা |
| ১ করিন্থীয় ১২:৫ | | পরিচর্যাসমূহ | | প্রভু |
| ১ করিন্থীয় ১২:৬ | | কার্যপ্রণালী | | ঈশ্বর |

আধ্যাত্মিক উপহার

দাতা

আধ্যাত্মিক উপহার এবং তাদের দাতার মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করার জন্য, পল তাদের সনাক্ত করার জন্য তিনটি পদ ব্যবহার করেন, তাদের বৈচিত্র্যকে হাইলাইট করে: উপহার; মন্ত্রণালয়; এবং অপারেশন।

যাইহোক, দাতা হলেন এক ও অভিন্ন: [পবিত্র] আত্মা; প্রভু [যীশু]; এবং ঈশ্বর [পিতা]। অর্থাৎ: ঈশ্বরের সমগ্র সত্তা (ঈশ্বরত্ব) পূর্ণ ঐক্যে কাজ করছেন (যোহন ১৪:১৬)।

কিন্তু ঈশ্বর গ্রেকো-রোমান 'দেবতাদের' মতো উপহার প্রদান করেন না (১ করিন্থীয় ১২:২)। সেখানে কোনো ভাবাবেশ নেই, কিংবা উপহার প্রাপকদের কোনো পদমর্যাদাভিত্তিক নির্বাচনও নেই (যেমন, উদাহরণস্বরূপ, পুরোহিতারা)।

# অনেক উপহার, একজন দাতা

"অনুহ-দান নানা প্রকার, কিন্তু আত্মা এক;" (১ করিন্থীয় ১২:৪)

ঈশ্বর কেন বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন বরদান দেন? (১ করিন্থীয় ১২:৭)

আত্মিক বরদানসমূহ মণ্ডলীর "মঙ্গলের জন্য" ব্যবহৃত হয়। কোন ব্যক্তিরা সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি নির্দিষ্ট বরদান ব্যবহার করতে পারে, তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।

বিদ্যমান অন্যান্য অনেক বরদানের মধ্যে সাধু পৌল উদাহরণ হিসেবে কোন কোন বরদানের কথা উল্লেখ করেছেন? (১ করিন্থীয় ১২:৮-১০; রোমীয় ১২:৬-৮; ইফিষীয় ৪:১১-১২)

| ১ করিন্থীয় ১২:৮-১০ | রোমীয় ১২:৬-৮ | ইফিষীয় ৪:১১-১২ |
|---|---|---|
| প্রজ্ঞার বাক্য | পরিচর্যা | প্রেরিত পদ |
| জ্ঞানের কথা | শিক্ষা দান | ধর্মপ্রচার |
| বিশ্বাস | উৎসাহ দান | যাজক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি |
| আরোগ্যদানের বরদান | উদারতা | |
| অলৌকিক কাজ | নেতৃত্ব দান | |
| ভাববাণী | দয়া প্রদর্শন | |
| আত্মা চেনার ক্ষমতা | | |
| বিভিন্ন পরভাষা | | |
| পরভাষার অর্থ ব্যাখ্যা করা | | |

# অনেক অঙ্গ, এক দেহ

"কেননা যেমন দেহ এক, আর তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক, এবং দেহের সমুদয় অঙ্গ অনেক হইলেও, এক দেহ হয়, খ্রীষ্টও সেইরূপ।" (১ করিন্থীয় ১২:১২)

ঈশ্বর এক, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিটি সদস্যের নিজস্ব কাজ আছে। একইভাবে, গির্জা একটি, কিন্তু এর প্রতিটি উপাদানের নিজস্ব কাজ রয়েছে পৃথিবীতে খ্রিস্টের দেহের অংশ হিসাবে (1 করি. 12:12-13)।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য তুলে ধরতে পৌল মানবদেহকে মণ্ডলীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। চোখের দৃষ্টিশক্তির 'উপহার' আছে, কিন্তু কানের তা নেই। তবে, এই দুটি একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে একে অপরের পরিপূরক। একইভাবে, মণ্ডলীর মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের প্রাপ্ত উপহার অনুসারে নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করে (১ করিন্থীয় ১২:২৮-৩০)।

এর অর্থ হলো—প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে; কেউ কারও চেয়ে বড় নয়; প্রত্যেকেরই উচিত অন্যের মঙ্গলের বিষয়ে চিন্তা করা; এবং প্রত্যেকেরই উচিত মণ্ডলীর ঐক্যের জন্য কাজ করা (১ করিন্থীয় ১২:১৫-২৭)।

# ঐক্যবদ্ধকারী উপাদান

# প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব

"তোমরা শ্রেষ্ঠ দান সকল প্রাপ্ত হইতে যত্নবান হও। পরন্তু আমি তোমাদিগকে আরও উৎকৃষ্ট এক পথ দেখাইতেছি। ." (১ করিন্থীয় ১২:৩১)

প্রেম কোনো বরদান নয়, বরং এটি হলো 'সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পথ' (১ করিন্থীয় ১২:৩১)। এটি বিশ্বাসীর জীবনে পবিত্র আত্মার একটি ফল (গালাতীয় ৫:২২)। আত্মিক বরদানসমূহ কেবল প্রেমের মাধ্যমেই সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব।

প্রেম ছাড়া পরভাষার বরদান হলো 'ঝনঝনকারী কাঁসর বা শব্দকারী করতাল।' প্রেম ছাড়া ভাববাণীর বরদান, জ্ঞানের বরদান এবং বিশ্বাসের বরদান—সবই শূন্য বা অর্থহীন। আর প্রেম ছাড়া উদারতার সাথে দান করার বরদান এবং শহীদি মৃত্যুর বরদান—একেবারেই মূল্যহীন (১ করিন্থীয় ১৩:১-৩)।

১ করিন্থীয় ১৩:৪-৭ পদ আত্মিক বরদানসমূহের চর্চা বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিক আচরণের একটি নির্ভরযোগ্য নির্দেশনা প্রদান করে:

| প্রেম যা করে | প্রেম যা করে না |
|---|---|
| তিনি ধৈর্যশীল | তিনি ঈর্ষান্বিত নন |
| তিনি দয়ালু | তিনি আত্মশ্লাঘা করেন না |
| তিনি সত্যে আনন্দিত হন | তিনি অহংকার নেই |
| তিনি সবকিছু সহ্য করেন | তিনি অভদ্র নয় |
| তিনি সবকিছু বিশ্বাস করে | তিনি স্বার্থপর না |
| তিনি সমস্ত কিছুর প্রত্যাশা করেন | তিনি সহজে রেগে যায় না |
| তিনি সব কিছু সহ্য করে | তার কোনো ক্ষোভ নেই |
| | সে মন্দ কাজে আনন্দ পায় না |

# বিশেষ উপহার

# পরভাষার বরদান

"এই জন্য যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে প্রার্থনা করুক, যেন অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারে।" (১ করিন্থীয় ১৪:১৩)

পরভাষার বরদান এবং এর সঠিক ব্যবহারের ওপর সাধু পৌলের এই বিশেষ জোর দেওয়া একথাই ইঙ্গিত করে যে, করিন্থীয় মণ্ডলীর সদস্যরা এটির অপব্যবহার করছিলেন; যার ফলে জনসমক্ষে বা যৌথ উপাসনার সময় বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল (১ করিন্থীয় ১৪:২৩)।

পরভাষার বরদান হলো মানুষের অজানা এমন কোনো মানবিক বা স্বর্গীয় ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা (১ করিন্থীয় ১৩:১)। যখন এই ভাষা শ্রোতার কাছে অপরিচিত বা অজানা থাকে, তখন এর অর্থ ব্যাখ্যা করার (অনুবাদ করার) প্রয়োজন হয় (প্রেরিত ২:৮; ১ করিন্থীয় ১৪:২, ১৩-১৪, ২৭-২৮)।

পৌলের এই আকাঙ্ক্ষা যে সকলেই যেন বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, তা তাদের দ্বারা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যারা মনে করে যে আমাদের সকলেরই সেই বরদান থাকা উচিত (১ করিন্থীয় ১৪:৫)।

প্রকৃতপক্ষে, এই আকাঙ্ক্ষা সমস্ত বরদানকে অন্তর্ভুক্ত করে (১ করিন্থীয় ১৪:১)। পৌল ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, "এখন প্রত্যেকের কাছে আত্মার প্রকাশ সাধারণ মঙ্গলের জন্য দেওয়া হয়" (১ করিন্থীয় ১২:৭)। অতএব, প্রত্যেকে একই বরদান পায় না।

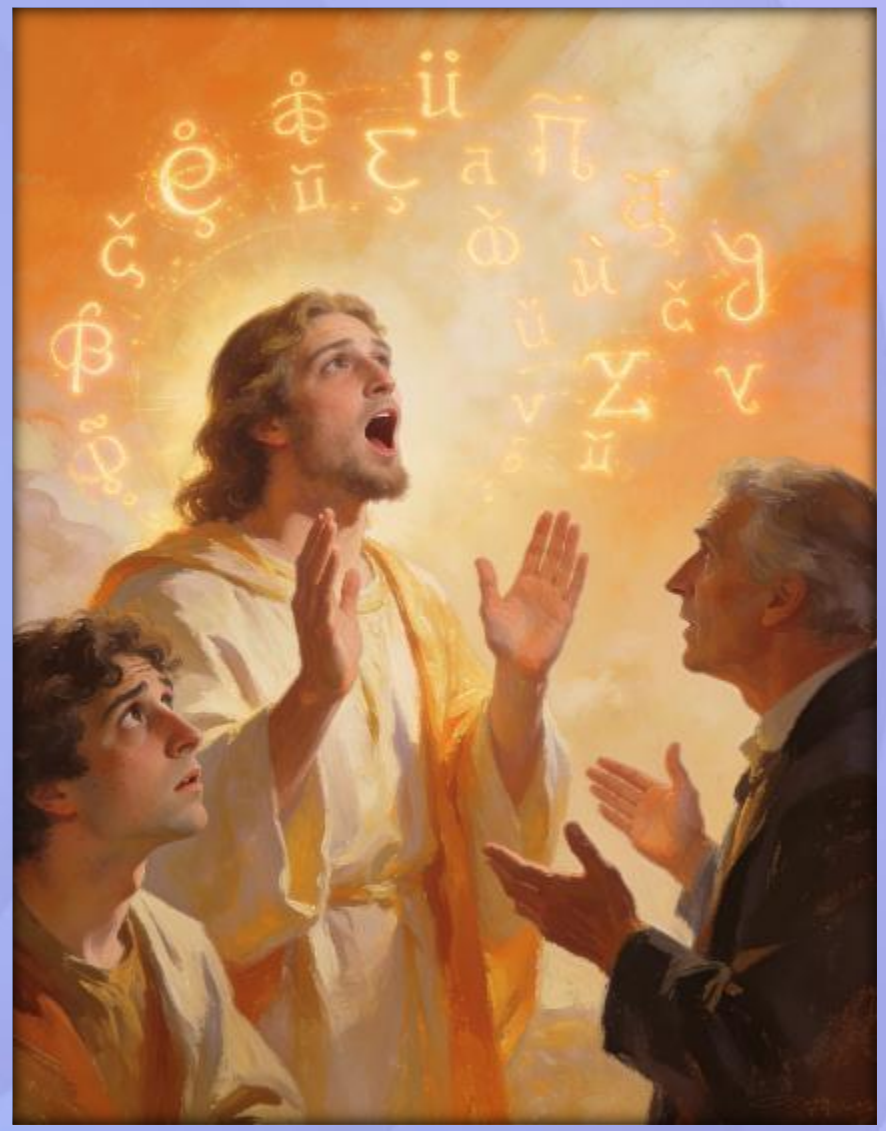

# ভবিষ্যদ্বাণীর উপহার

"কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে, সে মনুষ্যের কাছে গাঁথিয়া তুলিবার এবং আশ্বাস ও সান্ত্বনার কথা কহে।" (১ করিন্থীয় ১৪:৩)

আমাদের ভাববাণীর বরদানকে কেবল ভবিষ্যৎ ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। ভাববাণীর বরদানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গঠন, আত্মিক উপদেশ এবং সান্ত্বনা প্রদান করা (১ করিন্থীয় ১৪:৩)।

পৌল অন্যান্য বরদানের চেয়ে এই বরদানটিকে (ভাববাণীর বরদানকে) বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন (১ করিন্থীয় ১৪:১, ৪, ২২-২৫)। তবে তিনি এটিও জোর দিয়ে বলেছেন যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয় সে জন্য এর সঠিক ব্যবহার করা হয়: 'কিন্তু সমস্ত বিষয় যেন উপযুক্তভাবে ও শৃঙ্খলার সাথে করা হয়' (১ করিন্থীয় ১৪:৪০; দেখুন ১ করিন্থীয় ১৪:২৯-৩৩)।

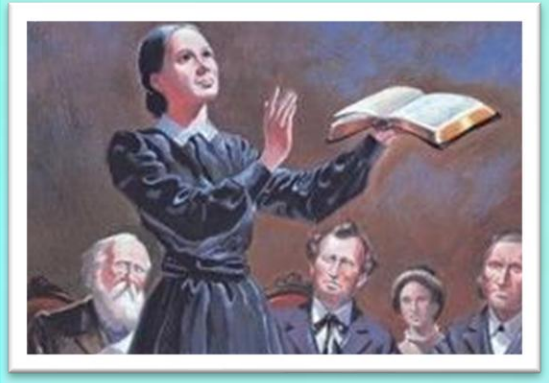

অবশিষ্ট মণ্ডলীর (Remnant Church) একটি বৈশিষ্ট্যসূচক বরদান হিসেবে, এলেন জি. হোয়াইটের জীবন ও কার্যে এর বিশেষ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল (প্রকাশিত বাক্য ১২:১৭; ১৯:১০)। কিন্তু আমরা কীভাবে একজন সত্য ভাববাদীকে চিনতে পারি?

ঘোষিত ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলো—যদি সেগুলো শর্তসাপেক্ষ না হয়—তবে অবশ্যই ঘটবে (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:২২; যিরমিয় ২৮:৮-৯; যোনা ৪:২)

তাঁর বার্তা বা শিক্ষা অবশ্যই পূর্ববর্তী ভাববাদীদের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে (দ্বিতীয় বিবরণ ১৩:১-৩; যিশাইয় ৮:২০)

তাঁকে অবশ্যই মানবদেহে যীশুর অবতার বা আগমনের সাক্ষ্য দিতে হবে (১ যোহন ৪:১-৩)।

তাঁর জীবন অবশ্যই তাঁর দ্বারা প্রচারিত বাইবেলীয় বার্তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে (মথি ৭:১৫-২০)।

“"প্রভুর সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে, পুরুষ ও নারীদের ভিন্ন ভিন্ন বরদান বা বিশেষ ক্ষমতা দেওয়ার পরিকল্পনার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই। মণ্ডলী হলো তাঁর বাগান, যা বিভিন্ন ধরনের গাছ, চারা ও ফুলে সুশোভিত। তিনি আশা করেন না যে এসোব গাছ এরোসংঘ বা দেবদারু গাছের আকার ধারণ করবে, কিংবা জলপাই গাছ দীর্ঘ তালগাছের উচ্চতায় পৌঁছাবে। অনেকেই কেবল সীমিত ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, তবে তাঁরা যদি নম্রভাবে কাজ করেন এবং ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখেন, তবে এই শ্রেণির মানুষের জন্যও ঈশ্বরের করার মতো কাজ রয়েছে..."

"ভিন্ন ভিন্ন মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন বরদান দান করা হয়েছে, যাতে সহকর্মীরা একে অপরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন। ঈশ্বর এই বরদানসমূহ প্রদান করেন এবং এগুলো তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয়—বরদান প্রাপ্ত ব্যক্তির মহিমা বা কোনো মানুষকে উঁচু করার জন্য নয়, বরং জগতের ত্রাণকর্তাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য। এগুলো কোনো মিথ্যা বা অসত্যের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নয়, বরং সত্যকে উপস্থাপন করে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়েছে।

**EGW (Ye Shall Receive Power, July 1)**